কুমড়া জাতীয় সবজি (লাউ, মিষ্টি কুমড়া, করলা এবং চিচিঙ্গা) ও শিমের পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

পোকার নাম	ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
মাছি পোকা	➡ কচি ফলের ভিতর ডিম পাড়ার পর ফলের গায়ে আক্রমণের চিহ্ন দেখা যায় ➡ ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেয়ে বড় হতে থাকে ➡ বেঁচে থাকা আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়ে যায়	➡ আক্রান্ত গাছ কীড়া সহ সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে ➡ ডিমসহ পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ও বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে ➡ প্রতি ২ শতাংশে একটি সেক্স ফেরোমেন ব্যবহার করতে হবে
কাটালে পোকা বা ইপিলাকণা বিটল	➡ এ পোকার কীড়া এবং পূর্ণাঙ্গ উভয় ধাপই ফসলের ক্ষতি করে। এরা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে স্বচ্ছ জালের মত করে ফেলে ➡ এরূপ আক্রান্ত পাতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং গাছ পাতাশূন্য হয়ে যায়।	➡ আক্রান্ত পাতা হতে ডিমের গাদা, কীড়া, পুত্তলি তুলে ধ্বংস করতে হবে ➡ মাদা সবসময় আগাছা মুক্ত বা পরিষ্কার রাখতে হবে ➡ ছাই ব্যবহার করেও দমন করা যায় ➡ নিম পাতার রস ব্যবহার করেও দমন করা যায়
শিমের জাব পোকা	➡ পূর্ণাঙ্গ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক জাব পোকা দলবদ্ধভাবে করলা বা শিমের বাড়ন্ত ডগা ও পাতার রস চুষে খায় ➡ আক্রমণের ফলে পাতা বিকৃত হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং প্রায়শঃ নিচের দিকে কোঁকড়ানো দেখা যায়	➡ **নিম বীজের দ্রবণ** এক কেজি পরিমাণ আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে সাবান গুলা পানি (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ চা চামচ গুড়া সাবান) মিশিয়ে স্প্রে করা যায় ➡ আক্রমণ বেশি হলে কৃষি বিভাগের সাথে পরামর্শ করে দমন ব্যবস্থা নিতে হবে